রাধারাণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্বে ভাল ছিল—বড় মানুষের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই। তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দমা হয়, সর্বস্ব লইয়া মোকদ্দমা; মোকদ্দমাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র, ডিক্রীদার জ্ঞাতি ডিক্রী জারি করিয়া ভদ্রাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ডিক্রী জারি করিয়া লইল। খরচ ও ওয়াশিলাত দিতে নগদ যাহা কিছু ছিল, তাহাও গেল। রাধারাণীর মাতা অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া প্রিভিকৌন্সিলে একটি আপীল করিল। কিন্তু আর আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা একটি কুটীরে আশ্রয় লইয়া কোন প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রথের পূর্বে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িত হইল—যে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল। আর আহার চলে না। রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ হইল, পথ্যের প্রয়োজন হইল; কিন্তু পথ্য কোথায়? কি দিবে?

রাধারাণী কতকগুলি বনফুল তুলিয়া তাহার মালা গাঁথিল। মনে করিল যে এই মালা রথের হাটে বিক্রয় করিয়া দুই একটি পয়সা পাইব, তাহাতেই মা'র পথ্য হইবে।

কিন্তু রথের টান অর্ধেক হইতে না হইতেই ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোক ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। বৃষ্টি আর থামিল না। সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল—বড় অন্ধকার হইল, রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।

অন্ধকার—পথ কর্দমময়,—পিচ্ছিল—কিছু দেখা যায় না। তাহাতে মুষলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল। মাতার অন্নাভাব মনে করিয়া রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিতেছিল, আবার কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল। দুই গণ্ড বাহিয়া, করবী বাহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল! তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার বনফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল—ফেলে নাই।

এমন অন্ধকারে অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারাণীর ঘাড়ের উপর পড়িল। রাধারাণী এতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে নাই—এতক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিল।

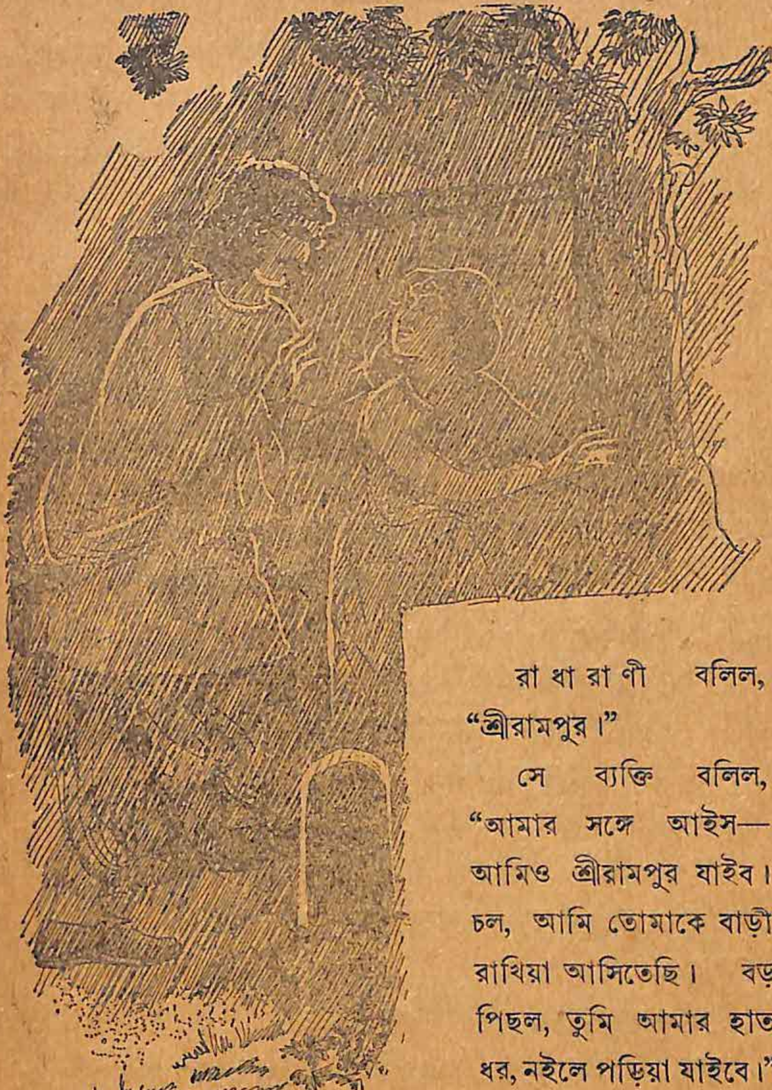
যে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বলিল, "কে গা তুমি কাঁদ ?"

পুরুষমানুষের গলা—কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধারাণীর রোদন বন্ধ হইল। রাধারাণী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল, "আমি দুঃখী লোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই—কেবল মা আছেন।"

সে পুরুষ বলিল, "তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?"

রাধা। আমি রথ দেখতে গিয়াছিলাম। বাড়ী যাইব। অন্ধকারে বৃষ্টিতে পথ দেখিতে পাইতেছি না।

পুরুষ বলিল, "তোমার বাড়ী কোথায় ?"



রাধারাণী বলিল, "শ্রীরামপুর।"

সে ব্যক্তি বলিল, "আমার সঙ্গে আইস—আমিও শ্রীরামপুর যাইব। চল, আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া আসিতেছি। বড় পিছল, তুমি আমার হাত ধর, নইলে পড়িয়া যাইবে।"

এইরূপে সেই ব্যক্তি রাধারাণীকে লইয়া চলিল। অন্ধকারে সে রাধারাণীর বয়স অনুমান করিতে পারে নাই, এখন হাত ধরায় হস্তস্পর্শে জানিল যে, রাধারাণা বালিকা। জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বয়স কত?"

রাধা। দশ এগার বছর—

"তোমার নাম কি?"

"রাধারাণী।"

"তুমি ছেলেমানুষ, একলা রথ দেখতে গিয়েছিলে কেন?"

তখন সে কথায় কথায় সেই এক পয়সার বনফুলের মালার সকল কথাই বাহির করিয়া লইল। বলিল, "আমি একছড়া মালা খুঁজিতেছিলাম। আমাদের বাড়ী ঠাকুর আছেন তাহাকে পরাইব। রথের হাট শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল—আমি তাই মালা কিনিতে পারি নাই। তুমি মালা বেচ ত আমি কিনি।"

রাধারাণার আনন্দ হইল। রাধারাণী মালা সমভিব্যাহারীকে দিল। সমভিব্যাহারী বলিল, "ইহার দাম চারি পয়সা—এই লও।"

সমভিব্যাহারী মূল্য দিল।

রাধারাণী বলিল, "এ কি পয়সা? এ যে বড় বড় ঠেকেছে।"

"ডবল পয়সা—দেখিতেছ না, দুইটা বৈ দিই নাই।"

রাধা। তা এ যে অন্ধকারেও চক্ চক্ করছে। তুমি ভুলে টাকা দাও নাই ত?

"না, নূতন পয়সা, তাই চক্ চক্ করছে।"

রাধা। তা আচ্ছা, ঘরে গিয়ে প্রদীপ জ্বেলে যদি দেখি যে

পয়সা নয়, তখন ফিরাইয়া দিব। তোমাকে সেখানে একটু দাঁড়াইতে হইবে।

তাহারা রাধারাণীর মার কুটীরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাধারাণী বলিল, "তুমি ঘরে আসিয়া দাঁড়াও. আমরা আলো জ্বালিয়া দেখি টাকা কি পয়সা।"

সঙ্গী বলিল, "আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি, তুমি ভিজা কাপড় ছাড়—তারপর প্রদীপ জ্বালিও।"

রাধারাণী বলিল, "আমার আর কাপড় নাই—একখানি ছিল, তাহা কাচিতে দিয়াছি। তা আমি ভিজা কাপড়ে সর্বদা থাকি, আঁচলটা নিংড়ে পরিব এখন। তুমি দাঁড়াও, আমি আলো জ্বালি।"

"আচ্ছা।"

ঘরে তৈল ছিল না, চালের খড় পাড়িয়া চক্‌মকি ঠুকিয়া আগুন জ্বালিতে হইল। আগুন জ্বালিতে একটু বিলম্ব হইল। আলো জ্বালিয়া রাধারাণী দেখিল, টাকা বটে পয়সা নহে।

তখন রাধারাণী বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, যে টাকা দিয়াছে, সে নাই চলিয়া গিয়াছে।

রাধারাণী তখন সকল কথা তাহার মাকে বলিল—"মা,—এখন কি হবে ?"

মা বলিল, "কি হবে বাছা! সে কি আর না জেনে টাকা দিয়েছে? সে দাতা, আমাদের দুঃখ শুনিয়া দান করিয়াছে—আমরাও ভিখারী হইয়াছি, দান গ্রহণ করিয়া খরচ করি।"

তাহারা এইরূপ কথাবার্তা কহিতেছিল, এমন সময়ে কে আসিয়া

তাহাদের কুটীরের আগড় ঠেলিয়া বড় সোরগোল উপস্থিত করিল। রাধারাণী দ্বার খুলিয়া দিল ; মনে করিয়াছিল যে, সেই তিনিই বুঝি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। পোড়া কপাল! তিনি কেন? পোড়ারমুখো কাপুড়ে মিন্‌ষে।

রাধারাণীর মা'র কুটীর বাজারের অনতিদূরে। তাহাদের কুটীরের নিকটেই পদ্মলোচন সাহার কাপড়ের দোকান। পদ্মলোচন খোদ,— পোড়ারমুখো কাপুড়ে মিন্‌ষে—এক জোড়া নূতন কুঞ্জদার শান্তিপুরে কাপড় হাতে করিয়া আনিয়াছিল, তাহা রাধারাণীকে দিল, বলিল, "রাধারাণীর এই কাপড়।"

রাধারাণী বলিল, "ও মা, আমার কিসের কাপড়?"

পদ্মলোচন রাধারাণীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল ; বলিল, "কেন, এই যে এক বাবু এখনই আমাকে নগদ দাম দিয়া বলিয়া গেল যে, এই কাপড় এখনই ঐ রাধারাণীকে দিয়া এস।"

রাধারাণী তখন বলিল, "ও মা, সেই গো! সেই তিনিই কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ গো পদ্মলোচন—"

পদ্মলোচন ইহাদের কাছে সুপরিচিত—অনেকবারই ইহাদিগের নিকট, যখন সুদিন ছিল, তখন চারি টাকার কাপড় শপথ করিয়া আট টাকা সাড়ে বারো আনা, আর দুই আনা মুনফা লইতেন।

"হ্যাঁ পদ্মলোচন—বলি, সে বাবুটিকে চেন?"

পদ্মলোচন বলিল, "তোমরা চেন না?"

রাধা। না।

পদ্ম। আমি বলি, তোমাদের কুটুম্ব। আমি চিনি না।

যাহা হউক, পদ্মলোচন চারি টাকার কাপড় আবার মায় মুনফা আট টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনায় বিক্রয় করিয়াছেন, আর অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া প্রসন্নমনে দোকানে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে রাধারাণী বাজারে গেল। বাজার করিয়া তেল আনিয়া প্রদীপ জ্বালিল। মা'র জন্য যৎকিঞ্চিৎ রন্ধন করিল। স্থান পরিষ্কার করিয়া মাকে অন্ন দিবে, এই অভিপ্রায়ে ঘর ঝাঁটাইতে লাগিল। ঝাঁটাইতে একখানা কাগজ কুড়াইয়া পাইল—হাতে করিয়া তুলিল, "এ কি মা?"

মা দেখিয়া বলিলেন—"একখানা নোট।"

রাধারাণী বলিল,—"তবে তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন।"

মা বলিলেন, "হাঁ! তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। দেখ তোমার নাম লেখা আছে।"

রাধারাণী বড়ঘরের মেয়ে, একটু অক্ষরপরিচয় ছিল। সে পড়িয়া দেখিল, তাই বটে! লেখা আছে।

মা বলিলেন, "তাঁহার নামও নোটে লেখা আছে। পাছে কেহ চোরা নোট বলে, এইজন্য নাম লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম রুক্মিণীকুমার রায়।"

পরদিন মাতায় কন্যায় রুক্মিণীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল। কিন্তু শ্রীরামপুরে বা নিকটবর্তী কোন স্থানে রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে, এমত কোন সন্ধান পাইল না। নোটখানি তাহারা ভাঙ্গাইল না—তুলিয়া রাখিল—তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাধারাণীর মাতা পথ্য করিলেন বটে, কিন্তু সে রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহার শেষকাল উপস্থিত হইল।

এমত সময়ে বিলাত হইতে সংবাদ আসিল যে, প্রিভিকৌন্সিলের আপীল তাঁহার পক্ষে নিষ্পত্তি হইয়াছে, তিনি আপন সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন এবং আদালতের খরচ পাইবেন। কামাখ্যানাথ বাবু তাঁহার পক্ষে হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, তিনি স্বয়ং এই সংবাদ লইয়া রাধারাণীর মাতার কুটীরে উপস্থিত হলেন। সুসংবাদ শুনিয়া রুগ্নার অবিরল নয়নাশ্রু পড়িতে লাগিল।

তিনি কামাখ্যাবাবুকে বলিলেন, "আমার আয়ুঃশেষ হইয়াছে। আমার এই সুখ যে, রাধারাণী আর অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে না। সে বালিকা, তাহার সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে? কেবল আপনি ভরসা। আপনি আমার এই অন্তিমকালে আমাকে একটি ভিক্ষা দিউন—না হলে আর কাহার কাছে চাহিব?"

কামাখ্যাবাবু অতি ভদ্রলোক এবং তিনি রাধারাণীর পিতার বন্ধু ছিলেন। কামাখ্যাবাবু এতদিন বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। কামাখ্যাবাবু অত্যন্ত কাতর হইলেন; বলিলেন, "আপনি আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব? আপনার যাহা প্রয়োজনীয় আমি তাহাই করিব।"

রাধারাণীর মাতা বলিলেন,—"আমি চলিলাম, কিন্তু রাধারাণী রহিল। রাধারাণী একা সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আপনি তাহাকে দেখিবেন, আপনার কন্যার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিবেন, এই আমার ভিক্ষা। আপনি স্বীকার করিলেই আমি সুখে মরিতে পারি।"

কামাখ্যাবাবু বলিলেন, "আমি আপনার নিকট শপথ করিতেছি, আমি রাধারাণীকে আপনার কন্যার অধিক যত্ন করিব। আপনি বিশ্বাস করুন।"

মুমূর্ষু কামাখ্যাবাবুর কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার সেই শীর্ণ শুষ্ক অধরে একটু আহ্লাদের হাসি দেখা দিল।

কামাখ্যাবাবু অনুরোধ করিলেন "এক্ষণে আমার গৃহে চলুন, পরে ভদ্রাসন দখল হইলে আসিবেন।"

কামাখ্যাবাবু রাধারাণী ও তাহার মাতাকে সযত্নে নিজালয়ে লইয়া গেলেন।

তিনি রীতিমত পীড়িতার চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনরক্ষা হইল না, অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

উপযুক্ত সময়ে কামাখ্যাবাবু রাধারাণীকে তাহার সম্পত্তিতে দখল দেওয়াইলেন। কিন্তু রাধারাণী বালিকা বলিয়া তাহাকে আপন গৃহেই রাখিলেন।

কামাখ্যাবাবু স্বয়ং রাধারাণীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

বাকি রাধারাণীর বিবাহ। কিন্তু কামাখ্যাবাবু নব্যতন্ত্রের লোক

—বাল্যবিবাহে তাঁহার দ্বেষ ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, যবে রাধারাণী স্বয়ং বিবেচনা করিয়া বিবাহে ইচ্ছুক হইবে, তবে তাহার বিবাহ দিব, এখন সে লেখাপড়া শিখুক।

কামাখ্যাবাবু রাধারাণীর বিবাহের কোন উদ্যোগ না করিয়া তাহাকে উত্তমরূপে সুশিক্ষিত করাইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসর গেল—রাধারাণী ষোড়শবর্ষীয়া কুমারী। রাধারাণীর সম্বন্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইল। কামাখ্যাবাবুর ইচ্ছা, রাধারাণীর মনের কথা বুঝিয়া তাহার সম্বন্ধ করেন, তত্ত্ব জানিবার জন্য আপনার কন্যা বসন্তকুমারীকে ডাকিলেন।

বসন্তের সঙ্গে রাধারাণীর সখীত্ব। উভয়ে সমবয়স্কা। কামাখ্যাবাবু বসন্তকে আপনার মনোগত কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

বসন্ত পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে ?"

কামাখ্যাবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তা ত জানি না। কেন ?"

বসন্ত বলিল, "রাধারাণী রুক্মিণীকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।"

কামাখ্যা। সে কি ? রাধারাণীর সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পরিচয় কি প্রকারে হইল ?

বসন্ত সে রথের রাত্রির বিবরণ সবিস্তারে রাধারাণীর কাছে শুনিয়াছিল, পিতার সাক্ষাতে সকল কথা বিবৃত করিল। কামাখ্যাবাবু বলিলেন, "রাধারাণীকে বুঝাইয়া বলিও, রাধারাণী মহাভ্রমে পড়িয়াছে। বিবাহ কৃতজ্ঞতা অনুসারে কর্তব্য নহে। তাহাও আবার সে কি জাতি, কত বয়স, তাহা কেহ জানে না। তাহার পরিবার-সন্তানাদি থাকিবার সম্ভাবনা, রুক্মিণীকুমারের বিবাহ করিবারই বা সম্ভাবনা কি ?"

বসন্ত বলিল, "সম্ভাবনা কিছুই নাই, তাহাও রাধারাণী বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। কিন্তু এই পাঁচ বৎসর রাধারাণী আমাদের বাড়ী আসিয়াছে, এই পাঁচ বৎসর এমন দিন প্রায়ই যায় নাই যে, রাধারাণী রুক্মিণীকুমারের কথা আমার সাক্ষাতে একবারও বলে নাই।"

কামাখ্যাবাবু মনে মনে ভাবলেন, "ইহা একটি বাতিক। ইহার একটু চিকিৎসা আবশ্যক। কিন্তু প্রথম চিকিৎসা বোধ হয় রুক্মিণীকুমারের সন্ধান্ করা।"

কামাখ্যাবাবু রুক্মিণীকুমারের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন।

> "বাবু রুক্মিণীকুমার রায়, নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন—বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইহাতে রুক্মিণীবাবুর সন্তোষের ব্যতীত অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হইবে না। ইত্যাদি—শ্রী—"

কিন্তু কিছুতেই রুক্মিণীকুমারের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল, তথাপি কৈ রুক্মিণীকুমার আসিল না।

ইহার পর রাধারাণীর আর একটি ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত হইল —কামাখ্যাবাবুর লোকান্তরগতি হইল। রাধারাণী অত্যন্ত শোকাতুরা হইলেন; দ্বিতীয় বার পিতৃহীনা হইলেন মনে করিলেন। কামাখ্যাবাবুর শ্রাদ্ধাদির পর রাধারাণী আপন বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং নিজ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান স্বয়ং করিতে লাগিলেন।

বিষয় হস্তে লইয়া রাধারাণী প্রথমেই দুই লক্ষ মুদ্রা গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিলেন। তৎসঙ্গে এই প্রার্থনা করিলেন যে, এই অর্থে তাঁহার নিজগ্রামে একটি অনাথ-নিবাস স্থাপিত হউক। তাহার নাম হউক—"রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ।"

অনাথ-নিবাস সংস্থাপিত হইল। রাধারাণীর মাতা দরিদ্রাবস্থায় নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে কুটীর নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিজ গ্রাম শ্রীরামপুর হইতে কিঞ্চিৎ দূর—আমরা সে গ্রামকে রাজপুর বলিব। এক্ষণে রাধারাণী রাজপুরেই বাস করিতেন। অনাথ-নিবাসও রাধারাণীর বাড়ীর সম্মুখে, রাজপুরে সংস্থাপিত হইল। নানা দেশ হইতে দীন, দুঃখী, অনাথ আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দুই এক বৎসর পরে একজন ভদ্রলোক সেই অনাথ-নিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর। অবস্থা দেখিয়া অর্থশালী লোক বোধ হয়। তিনি সেই 'রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদের' দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রক্ষকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার বাড়ী ?"

তাহারা বলিল, "এ কাহারও বাড়ী নহে, এস্থানে দুঃখী-অনাথ লোক থাকে।

আগন্তুক বলিলেন, "আমি ইহার ভিতর গিয়া দেখিতে পারি ?"

"দীন-দুঃখী লোকেও ইহার ভিতর অনায়াসে যাইতেছে—আপনাকে নিষেধ কি ?"

দর্শক ভিতরে গিয়া, সব দেখিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। বলিলেন, "কে এই অন্নসত্র দিয়াছেন ? রুক্মিণীকুমার কি তাঁহার নাম ?"

"একজন স্ত্রীলোক এই অন্নসত্র দিয়াছেন।"

"তবে ইহাকে 'রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ' বলে কেন ?"

"তাহা আমরা কেহ জানি না।"

"রুক্মিণীকুমার কাহার নাম ?"

"কাহারও নয়।"

"যিনি অন্নসত্র দিয়াছেন, তাঁহার নিবাস কোথায় ?"

রক্ষকেরা সম্মুখে অতি বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া দিল।



"তোমরা যাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিলে, তিনি পুরুষমানুষের সাক্ষাতে বাহির হইয়া থাকেন ?"

রক্ষকেরা উত্তর করিল —"ইনি পুরুষের সমক্ষে বাহির হন না !"

প্রশ্নকর্তা ধীরে ধীরে রাধারাণীর অট্টালিকার অভিমুখে গিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন ;

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ সচরাচর বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মত, বিশেষ পরিপাট্য কিছু ছিল না ; কিন্তু তাঁহার অঙ্গুলীতে একটি হীরকাঙ্গুরীয় ছিল ; রাধারাণীর কর্মকারকগণ এত বড় হীরা কখন অঙ্গুরীয়ে দেখে নাই। তিনি রাধারাণীর দেওয়ানজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন। বলিলেন, "এই পত্র আপনার মুনিবের কাছে পাঠাইয়া দিয়া আমাকে উত্তর আনিয়া দিন।"

দেওয়ানজী বলিলেন, "আমার মুনিব স্ত্রীলোক, এ জন্য তিনি নিয়ম করিয়াছেন যে, কোন অপরিচিত লোক পত্র আনিলে আমরা তাহা না পড়িয়া তাঁহার কাছে পাঠাইব না।"

আগন্তুক বলিলেন, "আপনি পড়ুন।"

দেওয়ানজী পত্র পড়িলেন—

"প্রিয় ভগিনী !

"এ ব্যক্তি পুরুষ হইলেও ইহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিও—ভয় করিও না। যে মত ঘটে, আমাকে লিখিও।

শ্রীমতী বসন্তকুমারী।"

কামাখ্যাবাবুর কন্যার স্বাক্ষর দেখিয়া কেহ আর কিছু বলিল না। পত্র অন্তঃপুরে গেল। অন্তঃপুর হইতে পরিচারিকা, পত্র-

বাহক বাবুকে লইতে আসিল। আর কেহ সঙ্গে যাইতে পারিল না—হুকুম নাই।

পরিচারিকা বাবুকে লইয়া এক সুসজ্জিত গৃহে বসাইল। রাধারাণীর অন্তঃপুরে সেই প্রথম পুরুষ মানুষ প্রবেশ করিল।

রাধারাণী সেই স্থানে আসিয়া পরিচারিকাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

আগন্তুকের উচিত প্রথম কথা কহা—কেন না তিনি পুরুষ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ—কিন্তু তিনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাধারাণী একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপনি এরূপ গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করিয়াছেন কেন? আমি স্ত্রীলোক, কেবল বসন্তের অনুরোধেই আমি ইহা স্বীকার করিয়াছি।"

আগন্তুক বলিলেন, "আমি আপনার সহিত এরূপ সাক্ষাতের অভিলাষী হইয়াছি, ঠিক তা নহে।"

রাধারাণী বলিলেন, "তবে বসন্ত কি জন্য এরূপ অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা কিছু লেখেন নাই। বোধ হয়, আপনি জানেন!"

আগন্তুক একখানি পুরাতন সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাহা রাধারাণীকে দেখাইলেন। কামাখ্যাবাবুর স্বাক্ষরিত রুক্মিণীকুমার সম্বন্ধে সেই বিজ্ঞাপন। রাধারাণী মনে ভাবিলেন, ইনিই সেই রুক্মিণীকুমার! বলিলেন, "আপনার নাম কি রুক্মিণীকুমার বাবু?"

আগন্তুক বলিলেন, "না। আমি যদি রুক্মিণীকুমার হইতাম, তাহা হইলে কামাখ্যাবাবু এ বিজ্ঞাপন দিতেন না। কেন না,

তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু যখন এই বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তখনই আমি ইহা দেখিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।”

রাধারাণী বলিলেন, “যদি আপনার সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনের কোন সম্বন্ধ নাই, তবে আপনি ইহা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন কেন ?”

উত্তরকারী বলিলেন, “একটি কৌতূহলের জন্য। আজি আট দশ বৎসর হইল, আমি যেখানে সেখানে বেড়াইতাম—কিন্তু আপনার নামটা গোপন করিয়া কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিতাম। কাল্পনিক নাম রুক্মিণীকুমার। যদি কেহ আমারই তল্লাস করিয়া থাকে ভাবিয়া বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিলাম। কিন্তু কামাখ্যাবাবুর কাছে আসিতে সাহস হইল না।

“পরে কামাখ্যাবাবুর শ্রাদ্ধে তাঁহার পুত্রগণ আমাকে নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু আমি কার্যগতিকে আসিতে পারি নাই। সম্প্রতি ত্রুটির ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তাঁহার পুত্রদিগের নিকট আসিলাম। বিজ্ঞাপন সঙ্গে আনিয়াছিলাম। উহার কথা উত্থাপন করিয়া কামাখ্যাবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ‘এ বিজ্ঞাপন কেন দেওয়া হইয়াছিল ?’ কামাখ্যাবাবুর পুত্র বলিলেন যে রাধারাণীর অনুরোধে। আমিও এক রাধারাণীকে চিনিতাম ;—এক বালিকা —আমি একদিন দেখিয়া তাহাকে আর ভুলিতে পারিলাম না। সে মাতার পথ্যের জন্য আপনি অনাহারে থাকিয়া বনফুলের মালা গাঁথিয়া—সেই অন্ধকার বৃষ্টিতে—”

রাধারাণী বলিল "ইতর লোকের কথায় এখন প্রয়োজন কি? আপনার কথা বলুন।"

আগন্তুক উত্তর করিলেন,—"রাধারাণী ইতর লোক নহে। যদি সংসারে কেহ দেবকন্যা থাকে, তবে সেই রাধারাণী। যদি কাহাকে পবিত্র সরলচিত্ত এ সংসারে আমি দেখিয়া থাকি তবে সেই রাধারাণী। আমি এমন কণ্ঠ কখন শুনি নাই।"

রাধারাণী বলিল, "তা এতক্ষণ কেবল সেই ভিখারিণীর কথাই বলিলেন, আমাকে যে কেন দর্শন দিয়াছেন তা ত এখনও বলেন নাই।"

রুক্মিণীকুমার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"তাই বলিতে ছিলাম, আমি সেই রাধারাণীকে চিনিতাম—রাধারাণীকে মনে পড়িল, একটু—আশা হইল যে, যদি এই রাধারাণী আমার সেই রাধারাণী হয়। আমি একরাত্রিমাত্র তাহাকে দেখিয়া—এই আট বৎসরেও তাহাকে ভুলি নাই। সেই ক্ষুদ্র আশায় আমি কামাখ্যাবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'রাধারাণী কে?' কামাখ্যাবাবুর পুত্র বলিলেন, 'আমাদিগের কোন আত্মীয়ের কন্যা।' জিজ্ঞাসাকরিলাম 'রাধারাণী কেন রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করিয়াছিলেন, শুনিতে পাই কি? যদি প্রয়োজন হয় ত বোধ করি, আমি কিছু সন্ধান দিতে পারি।' তিনি বলিলেন, 'কেন রাধারাণী রুক্মিণীবাবুকে খুঁজিতেছিলেন তাহা আমি জানি না, আমার পিতৃঠাকুর জানিতেন, বোধ করি, আমার ভগিনীও জানিতে পারেন। আমার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে হইতেছে।' তিনি উঠিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া আমাকে

সেই পত্র দিয়া বলিলেন, 'আমার ভগিনী কেবল এই পত্র দিলেন, আর বলিলেন যে, এই পত্র লইয়া তাঁহাকে স্বয়ং রাজপুরে যাইতে বলুন। রাজপুরে যিনি অন্নসত্র দিয়াছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন।' আমি সেই পত্র লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি।"

রাধারাণী বলিল, "আপনার রাধারাণী কে, তাহা আমি চিনি কি না বলিতে পারিতেছি না। সে রাধারাণীর কথা কি, শুনিলে বলিতে পারি, আমা হইতে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে কি না।"

রুক্মিণীকুমার সেই রথের কথা সবিস্তারে বলিলেন, কেবল নিজ-দত্ত অর্থ-বস্ত্রের কথা কিছু বলিলেন না।

রাধারাণী বলিলেন—"স্পষ্ট কথা মার্জনা করিবেন। আপনাকে দয়ালু লোক বলিয়া বোধ হইতেছে না। যদি আপনি সেরূপ দয়ার্দ্রচিত্ত হইতেন, তাহা হইলে, অমন দুর্দশাপন্ন দেখিয়া অবশ্য তার কিছু আনুকূল্য করিতেন।"

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই। আমি সেদিন নৌকাপথে রথ দেখিতে আসিয়াছিলাম; সঙ্গে যাহা অল্প ছিল তাহা রাধারাণীকেই দিয়াছিলাম; কিন্তু সে অতি সামান্য। পরদিন প্রাতে আসিয়া উহাদের বিশেষ সংবাদ লইব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু সেই রাত্রে আমার পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তখনই কাশী যাইতে হইল। কাশী হইতে বৎসরাধিক পরে ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই কুটিরে সন্ধান করিলাম—কিন্তু তাহাদিগকে আর সেখানে দেখিলাম না।"

রাধা। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। নিরাশ্রয়ে বৃষ্টি-বাদলে আপনাকে সেই কুটীরেই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। আপনি কতক্ষণ সেখানে অবস্থিতি করিলেন?

রু। অধিকক্ষণ নহে। রাধারাণী আলো জ্বালিতে গেল—আমি সেই অবসরে তাহার বস্ত্র কিনিতে চলিয়া আসিলাম।

রাধা। আর কি দিয়া আসিলেন?

রু। আর কি দিব? একখানি ক্ষুদ্র নোট ছিল, তাহা কুটীরে রাখিয়া আসিলাম।

রাধা। নোটখানি ওরূপে দেওয়া বিবেচনাসিদ্ধ হয় নাই—তাহারা মনে করিতে পারে, আপনি নোটখানি হারাইয়া গিয়াছেন।

রু। না, আমি পেন্সিলে লিখিয়া দিয়াছিলাম, "রাধারাণীর জন্য।" তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলাম 'রুক্মিণীকুমার রায়'। যদি সেই রুক্মিণীকুমারকে এই রাধারাণী অন্বেষণ করিয়া থাকে, এই ভরসায় বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।

রাধা। তাই বলিতেছিলাম—

রাধারাণী মুখ নত করিয়া এইটুকু বলিতেই তাহার চোখের জল ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া পড়িতে লাগিল। অমনই মাথার কাপড়টা বেশী করিয়া টানিয়া দিয়া সে ঘর হইতে রাধারাণী বাহির হইয়া গেল। রুক্মিণীকুমার বোধ হয় চক্ষের জলটুকু দেখিতে পান নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাহিরে আসিয়া, মুখে চক্ষে জল দিয়া রাধারাণী ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, "ইনি ত সেই রুক্মিণীকুমার। আমিও সেই রাধারাণী। তারপর? উনি কি জাতি, তা কে জানে? উনি যদি আমার জাতি না হন, তবে আর উঁহার সঙ্গে কথায় কাজ কি? আচ্ছা, যদি আমার জাতিই হন, তা হ'লেই বা ভরসা কি? তবে এখন কর্তব্য কি? রাধারাণীর পরিচয়টা দিই। আর উনি কে, তাহা জানিয়া লই।"

এই ভাবিয়া রাধারাণী, যাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা বাহির করিয়া আনিল। সে সেই নোটখানি। রাধারাণী তাহা আঁচলে বাঁধিল। বাঁধিতে বাঁধিতে ভাবিতে লাগিল—

"শেষ কথাটা কে বলিবে? বসন্তকে যদি আনাইতাম! হে ভগবান্! বলিয়া দাও, কি করিব! তোমার কৃপায় যেন আমি এক দণ্ডের জন্য মুখরা হই।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাধারাণী মৃদু হাসিতে হাসিতে রুক্মিণীকুমারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রুক্মিণীকুমার তখন বলিলেন, "আপনি আমাকে বিদায় দিয়াও যান নাই, আমি যে কথা জানিবার জন্য আসিয়াছি, তাহাও জানিতে পারি নাই। তাই এখনও যাই নাই।"

রাধা। আপনি রাধারাণীর জন্য আসিয়াছেন, তাহা আমারও মনে আছে। এ বাড়ীতে একজন রাধারাণী আছে। সে আপনার নিকট পরিচিত হইবে কি না, সেই কথাটা ঠিক করিতে গিয়াছিলাম।

রু। তার পর?

রাধারাণী বলিল— "আপনি বলিয়াছেন, রুক্মিণীকুমার আপনার যথার্থ নাম নহে।"

রুক্মিণীকুমার বলিল, "আমার নাম দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।"

রাধারাণী বলিল, "রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের নাম শুনিয়াছি। এক্ষণে আমার সাহস বাড়িল। জানিলাম যে, আপনি আমার স্বজাতি। এখন স্পর্ধা হইতেছে, আজি আপনাকে আমার আতিথ্য স্বীকার করাই।

দেবেন্দ্র। সে কথা পরে হবে। রাধারাণী কে?

রা। ভোজনের পর সে কথা বলিব।

দে। মনে দুঃখ থাকিলে ভোজনে তৃপ্তি হয় না।

রা। আচ্ছা, আমি ভোজনের পর আপনাকে আপনার রাধারাণী দেখাইব। ঐ বড় আয়না দেখিতে পাইতেছেন; উহার ভিতর দেখাইব। চাক্ষুষ দেখিতে পাইবেন না।

দে। চাক্ষুষ সাক্ষাতেই বা কি আপত্তি ?

রা। সে তাহার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত—

দে। স্বামী ? বিবাহিতা ?

রা। হিন্দুর মেয়ে—উনিশ বৎসর বয়স, বিবাহিতা নহে ? কেন, আপনি কি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ?

দে। মানুষ কি না ইচ্ছা করে ?

রা। এরূপ ইচ্ছা রাণীজি জানিতে পারিয়াছেন কি ?

দে। রাণীজি কেহ ইহার ভিতর নাই। রাধারাণীর সাক্ষাতের অনেক পূর্বেই আমার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে।

রাধারাণী “তা শুনিলেন ত, রাধারাণী পরস্ত্রী। এখনও কি তাহার দর্শন অভিলাষ করেন ?”

দে। করি বৈ কি। রাধারাণী আমার সন্ধান করিয়াছিল কেন, তাহা এখনও জানা হয় নাই।

রা। আপনি রাধারাণীকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহা পরিশোধ করিবে বলিয়া। আপনি শোধ লইবেন কি ?

দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, “যা দিয়াছি, তাহা পাইলে লইতে পারি।”

রা। কি কি দিয়াছেন ?

দে। একখানা নোট।

রা। এই নিন।

রাধারাণী আঁচল হইতে সেই নোটখানি খুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের হাতে দিলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন, তাঁহার হাতে লেখা রাধারাণীর নাম সে নোটে আছে। দেখিয়া বলিলেন, "এ নোট কি রাধারাণার স্বামী কখনও দেখিয়াছেন ?"

রা। রাধারাণী কুমারী। স্বামীর কথাটা আপনাকে মিথ্যা বলিয়াছিলাম।

দে। তা সব ত শোধ হইল না।

রা। আর কি বাকি।

দে। দুইটি টাকা আর কাপড়।

রা। সব ঋণ যদি এখন পরিশোধ হয়, তবে আপনি আহার না করিয়া চলিয়া যাইবেন। ঋণের সে অংশ ভোজনের পর রাধারাণী পরিশোধ করিবে।

দে। আমার যে এখনও অনেক পাওনা বাকি। তা ত পাই নাই।

রা। পাইবেন বৈ কি ? শুভলগ্নে সুতহিবুকযোগে রাধারাণী ঋণ হইতে মুক্ত হইবে।

এই বলিয়া রাধারাণী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।



অষ্টম পরিচ্ছেদ

যথাবিহিত সময়ে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ ভোজন করিলেন। রাধারাণী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে রাধারাণী

বলিলেন, "আপনার নগদ দুইটি টাকা ও কাপড় এখনও ধারি। কাপড় পরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি ; টাকা খরচ করিয়াছি। আর ফেরত দিবার উপায় নাই। তাহার বদলে যাহা আপনার জন্য রাখিয়াছি তাহা গ্রহণ করুন।"

রাধারাণী হাসিতে হাসিতে আপনার গলার হার খুলিয়া দেবেন্দ্র নারায়ণের গলায় পরাইল। তখন দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "সব শোধ হইল—কিন্তু আমি একটু ঋণী রহিলাম। সে দুই পয়সার ফুলের মালার মূল্য ত ফেরত পাইলাম। তবে এখন মালা ফেরত দিতে আমি বাধ্য।"

রাধারাণী হাসিল।

দেবেন্দ্রনারায়ণ মুক্তাহার পরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা রাধারাণীর কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই ফেরৎ দিলাম।"

এমন সময়ে পোঁ করিয়া শাঁক বাজিল।

রাধারাণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শাঁক বাজাইল কে ?"

তাঁর একজন দাসী চিত্রা উত্তর করিল, "আজ্ঞা, আমি।"

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাজাইলি ?"

চিত্রা বলিল, "কিছু পাইব বলিয়া।"

বলা বাহুল্য যে, চিত্রা পুরস্কৃত হইল।

তারপর রাধারাণী দেবেন্দ্রনারায়ণের বিস্ময় দূর করিবার জন্য সেই রথের দিন সাক্ষাতের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সব বলিল।

রাধারাণী বলিল, "দুঃখের দিনে আমার কেহ ছিল না। এখন

আমার অনেক আত্মীয়-কুটুম্ব জুটিয়াছে। আমি একা থাকিতে পারি না, এজন্য যত্ন করিয়া তাহাদিগকে স্থান দিয়া রাখিয়াছি।"

দে। তাঁহাদের মধ্যে এমন কেহ আছে যে, তোমাকে দান করিতে পারে ?

রা। তাও আছে।

দে। তবে তিনি কেন সেই শুভলগ্ন খুঁজুন না ?

রা। বোধ করি এতক্ষণ সে কাজটা হইয়া গেল।

রাধারাণী ডাকিল, "চিত্রে !"

চিত্রা আসিল।

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "দিন-টিন কিছু হইল কি ?"

চিত্রা বলিল, "হাঁ, দেওয়ানজী মহাশয় পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিয়াছিলেন। পুরোহিত পরদিন বিবাহের উত্তম দিন বলিয়া গিয়াছেন। দেওয়ানজী মহাশয় সমস্ত উদ্যোগ করিতেছেন।"

তখন বসন্ত আসিল, কামাখ্যাবাবুর পুত্রেরা এবং পরিবারবর্গ সকলেই আসিল।

বসন্ত আসিলে রাধারাণী বলিল, "কি আক্কেল ভাই বসন্ত ? যাকে তাকে তুমি পত্র দিয়া পাঠাইয়া দাও কেন ?"

বসন্ত। কেন, লোকটা কি করেছে বল দেখি ?

রাধারাণী তখন সকল বলিল।

বসন্ত বলিল, "রাগের কথা ত বটে। সুদ সুদ্ধ দেনাপাওনা বুঝিয়া নেয়, এমন মহাজনকে যে বাড়ী চিনাইয়া দেয়, তাহার উপর রাগের কথাটা বটে !"

রাধারাণী বলিল, "তাই আজ আমি তোর গলায় দড়ি দিব।"

এই বলিয়া রাধারাণী হীরকহার আনিয়া বসন্তের গলায় পরাইয়া দিলেন।

তারপর শুভলগ্নে শুভবিবাহ হইয়া গেল।

শেষ

সুহৃদ্বরেষু —

আপনার প্রবন্ধখানি সময়মত
প্রত্যুত্তর দিতে পারি নাই ও দুঃখিত
হইয়া আছি। শীঘ্র প্রবন্ধ দিতে
দিন পুস্তক প্রাপ্তির সম্বন্ধে ও পত্রের
উত্তর দিতে পারি নাই। অপরাধ
মার্জনা করিবেন।

কমলাকান্তের দ্বিতীয় সংস্করণ
প্রকাশিত - আপনার নিকট পাঠাইবার
ব্যবস্থা করিতে আমার প্রকাশককে
লিখিয়াছি।

কামনা করি আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল।

ইতি ২ অগ্রহায়ণ

শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

যুগলাঙ্গুরীয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুই জনে উদ্যানমধ্যে লতা-মণ্ডপ-তলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তখন প্রাচীন নগর তাম্রলিপ্তের * চরণ ধৌত করিয়া অনন্ত নীল সমুদ্র মৃদু মৃদু নিনাদ করিতেছিল। তাম্রলিপ্ত নগরের প্রান্তভাগে সমুদ্রতীরে এক বিচিত্র অট্টালিকা ছিল। তাহার নিকট সুনির্মিত বৃক্ষবাটিকার অধিকারী ধনদাস নামক একজন শ্রেষ্ঠী। শ্রেষ্ঠীর কন্যা হিরণ্ময়ী লতামণ্ডপে দাঁড়াইয়া এক যুবা পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন।

হিরণ্ময়ী বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি ঈপ্সিত স্বামীর কামনায় একাদশ বৎসরে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত পঞ্চ বৎসর এই সমুদ্রতীর-বাসিনী সাগরেশ্বরী নাম্নী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোরথ সফল হয় নাই। হিরণ্ময়ী যখন চারি বৎসরের বালিকা, তখন এই যুবার বয়ঃক্রম আট বৎসর। ইহার পিতা শচীসুত শ্রেষ্ঠী ধনদাসের প্রতিবাসী, এ জন্য উভয়ে একত্রে বাল্যক্রীড়া করিতেন ; এক্ষণে যুবতীর বয়স ষোড়শ, যুবার বয়স বিংশতি বৎসর, যথাবিহিত কালে উভয়ের পিতা, এই যুবক-যুবতীর পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। বিবাহের দিন পর্যন্ত হইয়াছিল। অকস্মাৎ হিরণ্ময়ীর পিতা বলিলেন, "আমি বিবাহ দিব না।" সেই অবধি হিরণ্ময়ী আর পুরন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। অদ্য পুরন্দর বিশেষ

---

* আধুনিক তমলুক। পূর্বাকালে এই নগরী সমুদ্রতীরবর্তী ছিল।



কথা আছে বলিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। লতামণ্ডপতলে আসিয়া হিরণ্ময়ী কহিলেন, "আমাকে কেন ডাকিয়া আনিলে? আমি এক্ষণে বালিকা নহি। এখন আর তোমার সঙ্গে এমত স্থলে একা সাক্ষাৎ করা ভাল দেখায় না, আর ডাকিলে আমি আসিব না।"

পুরন্দর বলিলেন, "আমি আর ডাকিব না। আমি দূরদেশে চলিলাম। তাই তোমাকে বলিয়া যাইতে আসিয়াছি।"

হি। দূরদেশে? কোথায়?

পু। সিংহলে।

হি। সিংহলে? সে কি? কেন সিংহলে যাইবে?

পু। কেন যাইব? আমরা শ্রেষ্ঠী, বাণিজ্যার্থ যাইব।

হিরণ্ময়ী কোন কথা কহিলেন না, অনিমেষলোচনে সম্মুখবর্তী সাগর-তরঙ্গে সূর্য-কিরণের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ী সব দেখিলেন;—নীল জল দেখিলেন, তরঙ্গ-শিরে ফেনমালা দেখিলেন, সূর্য-রশ্মির ক্রীড়া দেখিলেন, দূরবর্তী অর্ণবপোত দেখিলেন, নীলাম্বরে কৃষ্ণবিন্দুবৎ একটি পক্ষী উড়িতেছে, তাহাও দেখিলেন। শেষে ভূতলশায়ী একটি শুষ্ক কুসুমের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে কহিলেন, "তুমি কেন যাবে, অন্যান্য বার তোমার পিতা যাইয়া থাকেন।"

পুরন্দর বলিলেন, "আমার পিতা বৃদ্ধ হইতেছেন। আমার এখন অর্থোপার্জনের সময় হইয়াছে। আমি পিতার অনুমতি পাইয়াছি।"

হিরণ্ময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পুরন্দর বলিলেন, "এই কথা বলিবার জন্য আসিয়াছি। যে দিন তোমার পিতা বলিলেন, কিছুতেই আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবেন না, সেই দিন হইতে আমি সিংহলে যাইবার কল্পনা স্থির

করিয়াছিলাম। ইচ্ছা আছে যে, সিংহল হইতে ফিরিব না। তোমার সঙ্গে যেন এ জন্মে আমার আর সাক্ষাৎ না হয়।”

এই বলিয়া পুরন্দর বেগে প্রস্থান করিলেন। হিরন্ময়ী বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কেন যে ধনদাস বলিয়াছিলেন যে, "আমি পুরন্দরের সহিত হিরণের বিবাহ দিব না," তাহা কেহ জানিত না। তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "বিশেষ কারণ আছে।" হিরণ্ময়ীর অনেক সম্বন্ধ আসিল, কিন্তু ধনদাস বিবাহের কথামাত্রে কর্ণপাত করিতেন না। "কন্যা বড় হইল" বলিয়া গৃহিণী তিরস্কার করিতেন, ধনদাস শুনিতেন না; কেবল বলিতেন, "গুরুদেব আসুন, তিনি আসিলে এ কথা হইবে।"

পুরন্দর সিংহল গেলেন। দুই বৎসর গেল। পুরন্দর ফিরিলেন না। হিরণ্ময়ীর কোন সম্বন্ধ হইল না।

হিরণ্ময়ী ইহাতে দুঃখিত হয়েন নাই। বিবাহের কথা হইলে পুরন্দরকে মনে পড়িত; তাঁহার সহাস্য মুখমণ্ডল মনে পড়িত; তাঁহার নীল উত্তরীয় মনে পড়িত; হীরকাঙ্গুরীয়গুলি মনে পড়িত; হিরণ্ময়ী কাঁদিতেন। পিতার আজ্ঞা হইলে যাহাকে-তাহাকে বিবাহ করিতে হইত, কিন্তু সে জীবন্মৃত্যুবৎ হইত। তবে তাঁহার বিবাহোদ্যোগে পিতাকে অপ্রবৃত্ত দেখিয়া বিস্মিতা হইতেন। লোকে এত বয়স অবধি কন্যা অবিবাহিতা রাখে না—রাখিলেও তাহার সম্বন্ধ করে। তাঁহার পিতা সে কথায় কর্ণ পর্যন্তও দেন না কেন? এক দিন অকস্মাৎ এ বিষয়ে কিছু সন্ধান পাইলেন।

ধনদাস বাণিজ্য হেতু চীনদেশে নির্মিতা একটি বিচিত্রা কৌটা পাইয়াছিলেন। কৌটা অতি বৃহৎ—ধনদাসের পত্নী তাহাতে

অলঙ্কার রাখিতেন। ধনদাস কতকগুলি নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া পত্নীকে দিলেন। শ্রেষ্ঠীপত্নী অলঙ্কারগুলি কৌটাসমেত কন্যাকে দিলেন। অলঙ্কারগুলি রাখা-ঢাকা করিতে হিরণ্ময়ী দেখিলেন যে, তাহাতে একখানি ছিন্ন লিপির অর্ধাবশেষ রহিয়াছে।

হিরণ্ময়ী পড়িতে জানিতেন। তাহাতে প্রথমেই নিজের নাম দেখিতে পাইয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। পড়িয়া দেখিলেন যে, যে অর্ধাংশ আছে, তাহাতে কোন অর্থবোধ হয় না। কে কাহাকে লিখিয়াছিল, তাহাও কিছুই বুঝা গেল না। কিন্তু তথাপি তাহা পড়িয়া হিরণ্ময়ীর ভীতি-সঞ্চার হইল। ছিন্ন পত্রখণ্ড এইরূপ :—

"জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলা
হিরণ্ময়ী তুল্য সোনার পুত্তলি
বাহ হইলে ভয়ানক বিপদ।
সর্ মুখ পরস্পরে।"

হিরণ্ময়ী কোন অজ্ঞাত বিপদ আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীতা হইলেন। কাহাকে কিছু না বলিয়া পত্রখণ্ড তুলিয়া রাখিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আরও এক বৎসর গেল। তথাপি পুরন্দরের সিংহল হইতে আসার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

অকস্মাৎ একদিন ধনদাস বলিলেন যে, "চল, সপরিবারে কাশী যাইব। গুরুদেবের নিকট হইতে তাঁহার শিষ্য আসিয়াছেন। গুরুদেব সে স্থানে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন। তথায় হিরণ্ময়ীর বিবাহ হইবে। সেইখানে তিনি পাত্র স্থির করিয়াছেন।"

ধনদাস পত্নী ও কন্যাকে লইয়া কাশী যাত্রা করিলেন। কাশীতে ধনদাসের গুরু আনন্দ স্বামী আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন এবং বিবাহের দিন স্থির করিয়া যথাশাস্ত্র উদ্যোগ করিতে বলিয়া গেলেন।

বিবাহের যথাশাস্ত্র উদ্যোগ হইল; কিন্তু ঘটা কিছুই হইল না, কেবল শাস্ত্রীয় আচার সকল রক্ষা করা হইল মাত্র।

বিবাহের দিন এক প্রহর রাত্রে লগ্ন, তথাপি গৃহে সচরাচর যাহারা থাকে, তাহারা ভিন্ন আর কেহই নাই। প্রতিবাসীরাও কেহ নাই। ধনদাস ব্যতীত কেহই জানে না যে, কে পাত্র—কোথাকার পাত্র। তবে সকলেই জানিত যে, যেখানে আনন্দ স্বামী বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছেন, সেখানে কখন অপাত্র স্থির করেন নাই। একটি গৃহে পুরোহিত সম্প্রদানের উদ্যোগাদি করিয়া একাকী বসিয়া আছেন। বাহিরে ধনদাস একাকী বরের প্রতীক্ষা করিতেছেন। অন্তঃপুরে কন্যা-সজ্জা করিয়া হিরণ্ময়ী বসিয়া আছেন—আর কোথাও কেহ নাই।



এমন সময় ধনদাস কন্যাকে ডাকিয়া আসিলেন। সম্প্রদানের স্থানে লইয়া যাওয়ার পূর্বে বস্ত্রের দ্বারা তাঁহার দুই চক্ষু দৃঢ়তর বাঁধিলেন। হিরণ্ময়ী কহিলেন, "এ কি পিতা?" ধনদাস কহিলেন, "গুরুদেবের আজ্ঞা, তুমিও আমাদের আজ্ঞামত কার্য কর। মন্ত্রগুলি

মনে মনে বলিও।” শুনিয়া হিরণ্ময়ী কোন কথা কহিলেন না। ধনদাস দৃষ্টিহীনা কন্যার হস্ত ধরিয়া সম্প্রদানের স্থানে লইয়া গেলেন।

হিরন্ময়ী যদি দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে দেখিতেন যে, পাত্রও তাঁহার ন্যায় আবৃত-নয়ন। এইরূপে বিবাহ হইল। সে স্থানে গুরু, পুরোহিত এবং কন্যাকর্তা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। বর-কন্যা কেহ কাহাকে দেখিলেন না, শুভদৃষ্টি হইল না।

সম্প্রদানান্তে আনন্দ স্বামী বর-কন্যাকে কহিলেন যে, “তোমাদিগের বিবাহ হইল, কিন্তু তোমরা পরস্পরকে দেখিলে না। কন্যার কুমারী নাম ঘুচানই এই বিবাহের উদ্দেশ্য, ইহজন্মে কখন তোমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইবে কি না, বলিতে পারি না। যদি হয়, তবে কেহ কাহাকে চিনিতে পারিবে না। চিনিবার আমি একটি উপায় করিয়া দিতেছি। আমার হাতে দুইটি অঙ্গুরীয় আছে। দুইটি ঠিক এক প্রকার। অঙ্গুরীয়, যে প্রস্তরে নির্মিত, তাহা পাওয়া যায় না এবং অঙ্গুরীয়ের ভিতরের পৃষ্ঠে একটি ময়ূর অঙ্কিত আছে। ইহার একটি বরকে, একটি কন্যাকে দিলাম। এই ময়ূরের চিত্র আমার স্বহস্তে খোদিত। যদি কন্যা কোন পুরুষের হস্তে এইরূপ অঙ্গুরীয় দেখেন, তবে জানিবেন যে, সেই পুরুষ তাঁহার স্বামী ; যদি বর কখন কোন স্ত্রীলোকের হস্তে এইরূপ অঙ্গুরীয় দেখেন, তবে জানিবেন যে, তিনি তাঁহার পত্নী। তোমরা কেহ এ অঙ্গুরীয় হারাইও না বা কাহাকেও দিও না, অন্নাভাব হইলেও বিক্রয় করিও না। কিন্তু অদ্য হইতে পঞ্চম বৎসর মধ্যে কদাচ এই অঙ্গুরীয় পরিও না।

অন্ত আষাঢ় মাসের শুক্লা পঞ্চমীর রাত্রি, ইহার পর পঞ্চম আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমীর রাত্রি পর্যন্ত অঙ্গুরীয় বাবহার নিষেধ করিলাম। আমার নিষেধ অবহেলা করিলে গুরুতর অমঙ্গল হইবে।"

এই বলিয়া আনন্দ স্বামী বিদায় হইলেন। ধনদাস কন্যার চক্ষুর বন্ধন মোচন করিলেন। হিরণ্ময়ী চাহিয়া দেখিলেন যে, গৃহ মধ্যে কেবল পিতা ও পুরোহিত আছেন—তাঁহার স্বামী নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ধনদাস স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। আরও চারি বৎসর অতিবাহিত হইল। পুরন্দর ফিরিয়া আসিলেন না— হিরণ্ময়ীর পক্ষে এখন ফিরিলেই কি, না ফিরিলেই কি?

ধনদাসের মৃত্যু হইল। ধনদাসের পত্নী অনুমৃতা হইলেন। হিরণ্ময়ীর আর কেহ ছিল না। হিরণ্ময়ী মাতার চরণ ধারণ করিয়া অনেক রোদন করিয়া কহিলেন যে, "তুমি মরিও না।" কিন্তু শ্রেষ্ঠিপত্নী শুনিলেন না। হিরণ্ময়ী পৃথিবীতে একাকী হইলেন।

মৃত্যুকালে হিরন্ময়ীর মাতা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, "বাছা, তোমার কিসের ভাবনা? তোমার একজন স্বামী অবশ্য আছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে। না হয়, তুমিও নিতান্ত বালিকা নহ। বিশেষ পৃথিবীতে যে সহায় প্রধান—ধন—তাহা তোমার অতুল পরিমাণে রহিল।"

কিন্তু ধনদাসের মৃত্যুর পর দেখা গেল যে, তিনি কিছুই রাখিয়া যান নাই। অলঙ্কার, অট্টালিকা এবং গার্হস্থ্য সামগ্রী ভিন্ন আর কিছুই নাই। ধনদাস কয়েক বৎসর হইতে বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছিলেন। তিনি তাহা কাহাকে না বলিয়া শোধনের চেষ্টায় ছিলেন। শেষে শোধন অসাধ্য হইল। ধনদাস মনের ক্লেশে পীড়িত হইয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অপরাপর শ্রেষ্ঠীরা আসিয়া হিরণ্ময়ীকে কহিল যে, "তোমার পিতা আমাদের ঋণগ্রস্ত হইয়া মরিয়াছেন। আমাদিগের ঋণ পরিশোধ কর।"

শ্রেষ্ঠিকন্যা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, তাহাদের কথা যথার্থ। তখন হিরণ্ময়ী সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিলেন। বাসগৃহ পর্যন্ত বিক্রয় করিলেন।

এখন হিরণ্ময়ী অন্নবস্ত্রের দুঃখে দুঃখিনী হইয়া নগরপ্রান্তে এক কুটীর মধ্যে একা বাস করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র এক সহায় পরমহিতৈষী আনন্দ স্বামী, কিন্তু তিনি তখন দূর দেশে ছিলেন। হিরণ্ময়ীর এমন একটি লোক ছিল না যে, আনন্দ স্বামীর নিকট প্রেরণ করেন।

শেষ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অমলা নামে এক গোপকন্যা হিরণ্ময়ীর প্রতিবাসিনী ছিল। সে বিধবা, তাহার একটি কিশোর-বয়স্ক পুত্র এবং কয়েকটি কন্যা। তাহার সচ্চরিত্রা বলিয়া খ্যাতি ছিল। হিরণ্ময়ী রাত্রিতে আসিয়া তাহার গৃহে শয়ন করিতেন।

একদিন হিরণ্ময়ী অমলার গৃহে শয়ন করিতে আসিলে অমলা তাঁহাকে কহিল, "সংবাদ শুনিয়াছ, পুরন্দর শ্রেষ্ঠী না কি আট বৎসরের পর নগরে ফিরিয়া আসিয়াছে?"

শুনিয়া হিরন্ময়ী মুখ ফিরাইলেন।

অমলা কহিল, "পুরন্দরকে তোমার মনে পড়িতেছে না? পুরন্দর শচীসুত শ্রেষ্ঠীর ছেলে?"

হি। চিনি।

অ। তা সে ফিরে এসেছে—কত নৌকা যে ধন এনেছে, তাহা গুণে সংখ্যা করা যায় না। এত ধন না কি এ তাম্রলিপ্তে কেহ কখনও দেখে নাই।

হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে রক্ত একটু খর বহিল। তাঁহার দারিদ্র্য-দশা মনে পড়িল, পূর্ব-সম্বন্ধও মনে পড়িল। দারিদ্র্যের জ্বালা বড় জ্বালা। হিরণ্ময়ী ক্ষণেক কাল অন্যমনে থাকিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমলে, সেই শ্রেষ্ঠিপুত্রের বিবাহ হইয়াছে?"

অমলা কহিল, "না, বিবাহ হয় নাই।"

সে রাত্রিতে আর কোন কথা হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

একদিন অমলা হাসিমুখে হিরণ্ময়ীর নিকট আসিয়া মধুর ভৎসনা করিয়া কহিল, "হ্যাঁ গ বাছা, তোমার কি এমনই ধর্ম ?"

হিরণ্ময়ী কহিলেন, "কি করিয়াছি ?"

অম। আমার কাছে এত দিন তা বলিতে নাই? পুরন্দর শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে তোমার এত আত্মীয়তা।

হিরণ্ময়ী ঈষৎ লজ্জিতা হইলেন, বলিলেন, "তিনি বাল্যকালে আমার প্রতিবাসী ছিলেন, তার বলিব কি ?"

অম। শুধু প্রতিবাসী? দেখ দেখি, কি এনেছি? এই বলিয়া অমলা একটা কৌটা বাহির করিল; কৌটা খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে মহামূল্য হীরার হার বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীকে দেখাইল। শ্রেষ্ঠিকন্যা হীরা চিনিত—বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ যে মহামূল্য—এ কোথায় পাইলে ?"

অম। ইহা তোমাকে পুরন্দর পাঠাইয়া দিয়াছে। তুমি আমার গৃহে থাক শুনিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ইহা তোমাকে দিতে বলিয়াছে।

হিরণ্ময়ী ভাবিয়া দেখিলেন, এই হার গ্রহণ করিলে চিরকাল-জন্য দারিদ্র্য মোচন হয়। হিরণ্ময়ী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "অমলা, তুমি বণিককে কহিও যে, আমি ইহা গ্রহন করিব না।"

অমলা বিস্মিত হইল। বলিল, "সে কি? তুমি কি পাগল, না আমার কথা বিশ্বাস করিতেছ না ?"

হি। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিতেছি—আর পাগলও নই—আমি উহা গ্রহণ করিব না।

অমলা অনেক তিরস্কার করিতে লাগিল, হিরণ্ময়ী কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না। তখন অমলা হার লইয়া মদনদেবের নিকটে গেল। রাজাকে প্রণাম করিয়া হার উপহার দিল। বলিল, "এ হার আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এ হার আপনারই যোগ্য।"

রাজা হার লইয়া অমলাকে যথেষ্ট অর্থ দিলেন। হিরণ্ময়ী ইহার কিছুই জানিল না।

ইহার কিছুদিন পরে পুরন্দরের একজন পরিচারিকা হিরণ্ময়ীর নিকটে আসিল। সে কহিল, "আমার প্রভু বলিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি যে পর্ণকুটীরে বাস করেন, ইহা তাঁহার সহ্য হয় না, আপনি তাঁহার বাল্যকালের সখী, আপনার গৃহ তাঁহার গৃহ একই; আপনার পিতৃগৃহ তিনি ধনদাসের মহাজনের নিকট ক্রয় করিয়াছেন। তাহা আপনাকে দান করিতেছেন, আপনি গিয়া সেইখানে বাস করুন, ইহাই তাঁহার ভিক্ষা।"

হিরণ্ময়ী দারিদ্র্য জন্য যত দুঃখ ভোগ করিতেছিলেন, তন্মধ্যে পিতৃভবন হইতে নির্বাসনই তাঁহার সর্বাপেক্ষা গুরুতর বোধ হইত। যেখানে বাল্যক্রীড়া করিয়াছিলেন, যেখানে পিতামাতারসহ বাস করিতেন, যেখানে তাঁহাদিগের মৃত্যু দেখিয়াছেন, সেখানে যে আর বাস করিতে পান না, এ কষ্ট গুরুতর বোধ হইত। সেই ভবনের কথায় তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি পরিচারিকাকে

আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "এ দান আমার গ্রহণ করা উচিত নহে—কিন্তু আমি এ লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তোমার প্রভুর সর্বপ্রকার মঙ্গল হউক।"

পরিচারিকা প্রণাম করিয়া বিদায় হইল, অমলা উপস্থিত ছিল। হিরণ্ময়ী তাহাকে বলিলেন, "অমলা, তথায় আমার একা বাস করা হইতে পারে না। তুমি তথায় বাস করিবে চল।"

অমলা স্বীকৃতা হইল। উভয়ে গিয়া ধনদাসের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

তথাপি অমলাকে সর্বদা পুরন্দরের গৃহে যাইতে হিরণ্ময়ী এক দিন নিষেধ করিলেন, অমলা আর যাইত না।

এক দিন অমলা কহিল, "তুমি শারীরিক পরিশ্রম করিও না। রাজবাড়ীতে আমার কার্য হইতেছে—আর এখন অর্থের আমার অভাব নাই। অতএব আমি সংসার চালাইব। তুমি সংসারে কর্ত্রী হইয়া থাক।"

হিরণ্ময়ী দেখিলেন, অমলার অর্থের বিলক্ষণ প্রাচুর্য। মনে মনে সন্দিহান হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর পঞ্চম-অষাঢ়ের শুক্লা-পঞ্চমী আসিয়া উপস্থিত হইল। হিরণ্ময়ী এ কথা স্মরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে বিমনা হইয়া বসিলেন। ভাবিতেছিলেন, "গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে আমি কালি হইতে অঙ্গুরীয়টি পরিতে পারি। কিন্তু পরিব কি? পরিয়া আমার কি লাভ?"

এমন সময় অমলা আসিয়া কহিল, "কি সর্বনাশ! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। না জানি কি হইবে!"

হি। কি হইয়াছে?

অ। রাজপুরী হইতে তোমার জন্য শিবিকা লইয়া দাস-দাসী আসিয়াছে। তোমাকে লইয়া যাইবে।

হি। তুমি পাগল হইয়াছ। আমাকে রাজবাড়ী হইতে লইতে আসিবে কেন?

এমন সময় রাজদূত আসিয়া প্রণাম করিল এবং কহিল যে, "রাজাধিরাজ পরমভট্টারক শ্রীমদনদেবের আজ্ঞা যে, হিরণ্ময়ী এই মুহূর্তেই শিবিকারোহণে রাজাবরোধে যাইবেন।"

হিরণ্ময়ী বিস্মিতা হইলেন, কিন্তু অস্বীকার করিতে পারিলেন না। রাজাজ্ঞা অলঙ্ঘ্য। বিশেষ রাজা পরম ধার্মিক। তাঁহার প্রতাপে কোন রাজপুরুষ কোন স্ত্রীলোকের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারেন না।

হিরণ্ময়ী অমলাকে বলিলেন, "অমলে তুমি সঙ্গে চল।"

অমলা স্বীকৃতা হইল।

রাজাজ্ঞা পাইয়া প্রহরীরা একা হিরণ্ময়ীকে রাজসমক্ষে লইয়া আসিল। অমলা বাহিরে রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাজা কহিলেন "তুমি হিরণ্ময়ী ?"

হিরণ্ময়ী কহিলেন, "আমি আপনার দাসী।"

রাজা কহিলেন, "কেন তোমাকে ডাকিয়াছি, তাহা শুন। তোমার বিবাহের কথা মনে পড়ে ?"

হি। পড়ে।

রাজা। সেই রাত্রে আনন্দ স্বামী তোমাকে যে অঙ্গুরীয় দিয়াছিলেন তাহা তোমার কাছে আছে ? সে অঙ্গুরীয় কোথায় আছে ? আমাকে দেখাও ?

হিরণ্ময়ী কহিলেন, "উহা আমি গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি। পঞ্চবৎসর পরিপূর্ণ হইতে আরও কয়েক দণ্ড বিলম্ব আছে, অতএব তাহা পরিতে আনন্দ স্বামীর যে নিষেধ ছিল—তাহা এখনও আছে।"

রাজা। সেই অঙ্গুরীয় অনুরূপ দ্বিতীয় যে অঙ্গুরীয় তোমার স্বামীকে আনন্দ স্বামী দিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে চিনিতে পারিবে ?

হি। উভয় অঙ্গুরীয় একই রূপ ; সুতরাং দেখিলে চিনিতে পারিব।

তখন প্রতিহারী এক সুবর্ণের কৌটা আনিল। রাজা তাহার মধ্য হইতে একটি অঙ্গুরীয় লইয়া বলিলেন, "দেখ, এই অঙ্গুরীয় কাহার ?"

হিরণ্ময়ী অঙ্গুরীয় নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "দেব ! এই আমার স্বামীর অঙ্গুরীয় বটে, কিন্তু আপনি ইহা কোথায় পাইলেন ?" পরে

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দেব! ইহাতে জানিলাম যে, আমি বিধবা হইয়াছি। নহিলে তিনি জীবিতাবস্থায় ইহা ত্যাগ করিবার সম্ভাবনা ছিল না।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "আমার কথায় বিশ্বাস কর, তুমি বিধবা নহ।"

হি। তবে আমার স্বামী আমার অপেক্ষাও দরিদ্র। ধনলোভে ইহা বিক্রয় করিয়াছেন।

রা। তোমার স্বামী ধনী ব্যক্তি।

হি। তবে আপনি বলে-ছলে-কৌশলে তাঁহার নিকট অপহরণ করিয়াছেন!

রাজা এই দুঃসাহসিক কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "তোমার বড় সাহস, রাজা মদনদেব চোর, ইহা আর কেহ বলে না।"

হি। নচেৎ আপনি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলেন?

রা। আনন্দ স্বামী তোমার বিবাহের রাত্রে ইহা আমার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়াছেন।

হিরণ্ময়ী তখন লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কহিলেন, "আর্যপুত্র! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি চপলা, না জানিয়া কটুকথা কহিয়াছি।

নবম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী রাজমহিষী, ইহা শুনিয়া হিরণ্ময়ী অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন। রাজা বলিলেন, "হিরণ্ময়ি! তুমি আমার মহিষী বটে; কিন্তু তোমাকে গ্রহণ করিবার পূর্বে আমার কয়েকটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। তুমি বিনা মূল্যে পুরন্দরের গৃহে বাস কর কেন?"

হিরণ্ময়ী অধোবদন হইলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দাসী অমলা সর্বদা পুরন্দরের গৃহে যাতায়াত করে কেন?"

হিরণ্ময়ী ভাবিতেছিলেন, "রাজা মদনদেব কি সর্বজ্ঞ?"

রাজা কহিলেন, "আর একটি গুরুতর কথা আছে। তুমি পুরন্দর-প্রদত্ত হীরকহার গ্রহণ করিয়াছিলে কেন?"

এবার হিরণ্ময়ী কথা কহিলেন। বলিলেন, "আর্যপুত্র! হীরকহার আমি ফিরাইয়া দিয়াছি।"

রাজা। তুমি সেই হার আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছ। এই দেখ সেই হার।

রাজা কৌটার মধ্য হইতে হার বাহির করিয়া দেখাইলেন, হিরন্ময়ী বিস্মিতা হইলেন। কহিলেন, "আর্যপুত্র! এ হার কি আমি স্বয়ং আসিয়া আপনার কাছে বিক্রয় করিয়াছি।"

র। না, তোমার দাসী অমলা আসিয়া বিক্রয় করিয়াছে। তাহাকে ডাকাইব।

হিরণ্ময়ীর বদনমণ্ডলে হাসি দেখা দিল। বলিলেন, "আর্যপুত্র, অপরাধ ক্ষমা করুন; অমলাকে ডাকাইতে হইবে না, আমি এ বিক্রয় স্বীকার করিতেছি।"

রাজা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "তুমি পুরন্দরের নিকট কেন এ হার গ্রহণ করিলে?"

হি। প্রণয়োপহার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

রাজা আরও বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি?"

হি। আমি কুলটা। আমি আপনার যোগ্য নহি। আমি প্রণাম করিতেছি, আমাকে বিদায় দিন। আমার সঙ্গে বিবাহ বিস্মৃত হউন।

হিরণ্ময়ী রাজাকে প্রণাম করিয়া গমনোদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় রাজার মুখকান্তি প্রফুল্ল হইল। তিনি উচ্চৈর্হাস্য করিয়া উঠিলেন। হিরণ্ময়ী ফিরিল।

রাজা কহিলেন; "হিরণ্ময়ি! তুমিই জিতিলে, আমি হারিলাম। তুমিও কুলটা নহ, আমিও তোমার স্বামী নহি। যাইও না!"

হি। মহারাজ আমি অতি সামান্য স্ত্রী, আমার সঙ্গে আপনার তুল্য রাজাধিরাজের রহস্য সম্ভবে না।

রাজা বলিলেন, "আমার ন্যায় রাজারই এইরূপ রহস্য সম্ভবে।

ছয় বৎসর হইল, তুমি একখানি পত্রার্ধ অলঙ্কারমধ্যে পাইয়াছিলে, তাহা কি আছে ?”

হি। মহারাজ পত্রার্ধ আমার গৃহে আছে।

রা। তুমি গৃহে গিয়া সেই পত্রার্ধ লইয়া আইস। তুমি আসিলে আমি সকল কথা বলিব।

দশম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী শিবিকারোহণে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সেই পত্রার্ধ লইয়া পুনশ্চ রাজসন্নিধানে আসিলেন। রাজা সেই পত্রার্ধ দেখিয়া আর একখানি পত্রার্ধ কৌটা হইতে বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীকে দিলেন। বলিলেন, "উভয় অর্ধকে মিলিত করিয়া পাঠ কর।"

হিরণ্ময়ী পাঠ করিলেন :

"জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলাম যে, তুমি (যে কল্পনা করিয়াছ, তাহা কর্তব্য নহে।) হিরণ্ময়ী তুল্য সোনার পুত্তলিকে (কখন চিরবৈধব্যে নিক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে না। তাহার) বিবাহ হইলে ভয়ানক বিপদ্ (তাহার চিরবৈধব্য ঘটিবে, গণনা দ্বারা জানিয়াছি। তবে পঞ্চবৎসর পর্যন্ত) পরস্পরে (যদি দম্পতি) মুখদর্শন (না করে, তবে এই গ্রহ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি হইতে পারে, তাহার বিধান আমি করিতে পারি।)"

রাজা কহিলেন, "এই লিপি আনন্দ স্বামী তোমার পিতাকে লিখিয়াছিলেন।"

হি। তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি।

রাজা। এই পত্র পাইয়াই তোমার পিতা পুরন্দরের সহিত সম্বন্ধ রহিত করিলেন। পুরন্দর সেই দুঃখে সিংহলে গেল। কয়েক মাস হইল, আনন্দ স্বামী এ নগরে আসিয়া তোমার

দারিদ্র্য শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তোমার বিবাহ-বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক কহিলেন। পরে কহিলেন, "আমি যদি জানিতে পারিতাম যে, হিরণ্ময়ী এরূপ দারিদ্র্যাবস্থায় আছে, তাহা হইলে আমি উহা মোচন করিতাম। এক্ষণে আপনি উহার প্রতীকার করিবেন। হিরণ্ময়ীর স্বামী এই নগরে বাস করিতেছেন। উহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ না হয়, ইহা আপনি দেখিবেন।" এই বলিয়া তোমার স্বামীর পরিচয়ও আমার নিকট দিলেন। সেই অবধি অমলা যে অর্থব্যয়ের দ্বারা তোমার দারিদ্র্যদুঃখ মোচন করিয়া আসিতেছে, তাহা আমা হইতে প্রাপ্ত। আমি তোমার পিতৃগৃহ ক্রয় করিয়া তোমাকে বাস করিতে দিয়াছিলাম। হার আমি পাঠাইয়াছিলাম। সে-ও তোমার পরীক্ষার্থ।

হি। তবে আপনি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলেন? কেনই বা আমার নিকট স্বামিরূপে পরিচয় দিয়া আমাকে প্রতারিত করিয়াছিলেন? পুরন্দরের গৃহে বাস করিতেছি বলিয়া কেনই বা অনুযোগ করিতেছিলেন?

রাজা। যে দণ্ডে আমি আনন্দ স্বামীর অনুজ্ঞা পাইলাম, সেই দণ্ডেই আমি তোমার প্রহরায় লোক নিযুক্ত করিলাম। তার পর অদ্য পঞ্চম বৎসর পূর্ণ হইবে জানিয়া তোমার স্বামীকে ডাকাইয়া কহিলাম, "তোমার বিবাহবৃত্তান্ত আমি সমুদয় জানি, তোমার সেই অঙ্গুরীয়টি লইয়া একাদশ দণ্ড রাত্রের সময় আসিও। তোমার স্ত্রীর সহিত মিলন হইবে।" তাহাতে তোমার স্বামী স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু কহিলেন যে, "আমার সেই বনিতা সচ্চরিত্রা কি দুশ্চরিত্রা তাহা



আপনি জানেন। যদি দুশ্চরিত্রা স্ত্রী গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করেন, তবে আপনাকে অধর্ম স্পর্শিবে।" আমি কহিলাম, "অঙ্গুরীয়টি দিয়া যাও। আমি তোমার স্ত্রীর চরিত্র পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতে বলিব।" আমি অঙ্গুরীয় লইয়া তোমার যে পরীক্ষা করিয়াছি, তাহাতে তুমি জয়ী হইয়াছ।

এমন সময় রাজপুরে মঙ্গলসূচক ঘোরতর বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল। রাজা কহিলেন, "রাত্রি একাদশ দণ্ড অতীত হইল—এক্ষণে তোমার স্বামী আসিয়াছেন, শুভলগ্নে তাঁহার সহিত শুভদৃষ্টি কর।"

তখন পশ্চাৎ হইতে সেই কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। এক জন পুরুষ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা কহিলেন, "হিরণ্ময়ি, ইনিই তোমার স্বামী।"

হিরণ্ময়ী চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, পুরন্দর।

উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কেহই যেন কথা বিশ্বাস করিলেন না।

রাজা পুরন্দরকে কহিলেন, "সুহৃৎ, হিরণ্ময়ী তোমার যোগ্যা পত্নী, আদরে গৃহে লইয়া যাও। ইনি অদ্যাপি তোমার প্রতি পূর্ববৎ স্নেহময়ী। এক্ষণে আশীর্বাদ করি, তোমরা সুখী হও।"

হি। মহারাজ! আমাকে আর একটি কথা বুঝাইয়া দিন। ইনি সিংহলে ছিলেন, কাশীতে আমার সঙ্গে পরিচয় হইল কি প্রকারে? যদি ইনি সিংহল হইতে সে সময় আসিয়াছিলেন, তবে আমরা কেহ জানিলাম না কেন?

রাজা। আনন্দ স্বামী এবং পুরন্দরের পিতায় পরামর্শ করিয়া, উহাকে সিংহল হইতে একেবারে কাশী লইয়া গিয়াছিলেন, পরে সেখান হইতে ইনি পুনশ্চ সিংহল গিয়াছিলেন, তাম্রলিপ্তে আসেন নাই, এ জন্য তোমরা কেহ জানিতে পার নাই।

পুরন্দর কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যেমন আমার মনোরথ পূর্ণ করিলেন, জগদীশ্বর এমনই আপনার সকল মনোরথ পূর্ণ করুন!"

সমাপ্ত